আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر - পঞ্চম মূলনীতি: শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

মৃত্যুর সময় কাফেরদের করুণ অবস্থা

অপর পক্ষে কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা তথায় বসে থাকে। তারপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন। তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাফের, মুনাফেক ও পাপিষ্ঠ লোকের আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করে যেমনিভাবে লোহার পেরেককে ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রূহ বের করার পর ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। তারা তাকে উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকে। যেখান দিয়েই গমণ করে সেখানকার ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। (সূরা আ'রাফ: ৪০)

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার নাম সাত যমীনের নীচে সিজ্জীনে লিখে দাও। অতঃপর তার রূহ যমীনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো"। (সূরা আল হজ্জ: ৩১)

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি তাও জানি না। তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করেন, এ লোক মিথ্যা

বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাস ও তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড্ডী অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়।

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোষাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর্। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফের বা মুনাফেক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কী? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোর্ সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না হয়।[1] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, হাকেম, আবু আওয়ানা ও ইবনে হিববান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে কবরের এ ভয়াবহ আযাব থেকে হেফাযত করেন। আমীন

আকীদা তাহবীয়ার ভাষ্যকার ইমাম ইবনে আবীল ইয্ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বারা ইবনে আযিবের উপরোক্ত হাদীছ থেকে যা আবশ্যক হয়, সমস্ত আহলুস্ সুন্নাহ ও মুহাদ্দিছগণ তাই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারীতে উক্ত হাদীছের সমর্থন রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করার ব্যাপারে উপরোক্ত যে হাদীছে বলা হয়েছে, মুমিনের রূহ ঐ আসমানে উঠানো হয় যেখানে আল্লাহ পাক রাববুল আলামীন রয়েছেন, তা একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। এর সনদ ভালো। হাদীছে রয়েছে যে, فيها الله যাতে রয়েছেন আল্লাহ! এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর মতই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۝ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

“তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? (সূরা মুলক: ১৬-১৭)[2]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের বারযাখী জীবনে রূহগুলোর আবাসস্থলে তাদের পদমর্যাদার অনেক পার্থক্য রয়েছে। এক শ্রেণীর রূহ থাকে উর্ধ্বজগতের ইলিয়্যিীনের সর্বোচ্চ স্থানে মর্যাদাবান ফেরেশতাদের সাথে। এগুলো হলো নবী-রসূলদের রূহ। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। নবীগণের রূহগুলোও পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মিরাজের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে এসেছেন।

(৮) মানুষের রূহ আলাদা একটি সৃষ্টি হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, এক শ্রেণীর রূহ সবুজ রঙের পাখির পেটের মধ্যে থাকে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। এরা হলো কতিপয় শহীদের রূহ। সমস্ত শহীদের রূহ নয়। কেননা কতিপয় শহীদের রূহকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করা হবে। তার উপর ঋণ থাকার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে।

(৯) কিছু কিছু রূহকে জান্নাতের দরজায় আটকিয়ে রাখা হবে।

(১০) কারো রূহ কবরে আটকা থাকে। যেমন চাদর ওয়ালার হাদীছে এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোনো এক যুদ্ধে গণীমতের মাল হতে একটি চাদর লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে সে যখন শহীদ হলো, লোকেরা তখন বলতে লাগলো, জান্নাত তার জন্য আনন্দ দায়ক হোক! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তা নয়; বরং ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে যে চাদরটি খেয়ানত করেছিল, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে কবরে দহন করছে’’।

(১১) কোনো কোনো রূহ জান্নাতের গেইটে অবস্থান করে। যেমন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

শহীদদের রূহ জান্নাতের দরজায় উজ্জ্বল-পরিচ্ছন্ন একটি নদীর কিনারায় সবুজ রঙের বাগানে থাকবে। জান্নাত থেকে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক আসতে থাকবে।[3]

(১২) কিছু কিছু রূহ যমীনেই আটকা থাকে। উর্ধ্বজগতে উন্নীত হয় না। কেননা সেটি ছিল নিমণজগতের জগতের সাথে সম্পৃক্ত রূহ। নিমণজগতের রূহ কখনো উর্ধ্বজগতের রূহের সাথে মিলিত হয় না। যেমন উর্ধ্বজগতে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত রূহগুলো যমীনে থাকা অবস্থায় নিম্নজগতের রূহগুলোর সাথে কখনো মিলিত হয় না। যে রূহগুলো দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় তাদের প্রভুর মারেফত, তার মুহাববত, তার যিকির, তার ঘনিষ্টতা এবং তার নৈকট্য হাসিল করতে পারে না; বরং তা নিমণজগতের যমীনের রূহ হিসাবেই থেকে যায়, সেগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যমীনেই থেকে যায়। যেমন উর্ধ্বজগতের রূহগুলো যমীনে থাকা অবস্থায় আল্লাহর ভালোবাসা, তার যিকির, তার নৈকট্য এবং তার ঘনিষ্টতা অর্জনে ব্যস্ত থাকে, তেমনি সেগুলো দেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উর্ধ্বজগতের ঐসমস্ত রূহের সাথে মিশে যায়, যাদের সাথে থাকা তার জন্য শোভনীয় হয়। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে মানুষ যাকে ভালোবাসে, বারযাখী জীবনে ও কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা রূহগুলোর কতককে অন্য কতকের সাথে বারযাখী জগতে এবং পুনরুত্থান দিবসে মিলিয়ে দিবেন। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনকে পবিত্র আত্মার সাথে রাখবেন, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। অতএব রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার অনুরূপ আকৃতির রূহের সাথে, তার সমজাতিয় রূহের সাথে এবং অনুরূপ আমলকারীর সাথে মিলবে। তারা সেখানে একসঙ্গে থাকবে।

(১৩) কিছু কিছু রূহ আছে, যারা যেনাকারী ও যেনাকারীনীদের জন্য নির্ধারিত আগুনের চুলার মধ্যে থাকবে এবং সুদখোরদের রূহসমূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে, তাদের মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান সমস্ত রূহের ঠিকানা একস্থানে হবে না। বরং কিছু রূহ থাকবে ইলিস্নয়্যীনে আর কিছু থাকবে যমীনের নীচে সিজ্জীনে। এরা উপরে উঠবে না, যমীনেই থাকবে ও শাস্তি পাবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, তুমি যদি এ সম্পর্কিত হাদীছগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো এবং তার প্রতি যদি গুরুত্ব প্রদান করো, তাহলে তার দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে জানতে পারবে। তুমি এটি মনে করবেনা যে, এ মর্মে বর্ণিত সহীহ হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী। কেননা সবগুলো হাদীছের বিষয়বস্তুই সত্য। একটি অন্যটিকে সত্যায়ন করে। কিন্তু তা বুঝতে পারলে, রূহের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারলে এবং তার হুকুম-আহকাম জানতে পারলেই বিরোধীতার ধারণা দূর হয়ে যাবে। আর রূহের এমন অবস্থা রয়েছে, যা দেহের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, রূহগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। মুক্ত-স্বাধীন রূহ, বন্দী রূহ, উর্ধ্বজগতের রূহ এবং নিম্নজগতের রূহ। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ দেহের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থার চেয়ে অধিক

সুস্থতা, অসুস্থতা, স্বাদ, সুখ-শান্তি এবং যন্ত্রণা অনুভব করে। রূহ জগতে রয়েছে বন্দীশালা, ব্যথা-বেদনা, শাস্তি, অসুস্থতা এবং রয়েছে হতাশা। যেমন রয়েছে ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ, নিয়ামত এবং স্বাধীনতার স্বাদ।

---

[1]. মুসনাদে আহমাদ, বারা ইবনে আযীবের হাদীছ।

[2]. আল্লাহ তা‘আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে সমুন্নত, এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,□ □يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ “তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন”। (সূরা নাহ্ল: ৫০) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, □ □تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ “ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়”। (সূরা মাআরেজ: ৪) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ□ “আল্লাহ তা‘আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন”। (সূরা সাজদাহ: ৫) কুরআন ও সুন্নাহয় এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। কোন কোন আলেম এ বিষয়ে একহাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। জানা থাকা আবশ্যক যে, সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত। কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না।

[3]. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২৩৯০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13280

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন